প্রত্নসম্পদ ও সংরক্ষণ শাখা
প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়

প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর কর্তৃক সংরক্ষিত ঘোষিত পুরাকীর্তির তালিকা
জেলার নাম: **বাগেরহাট**
সংরক্ষিত ঘোষিত পুরাকীর্তির সংখ্যা: **১৯ টি (জুলাই ২০২৫ পর্যন্ত)**

ক্রম	প্রত্নস্থল/পুরাকীর্তির নাম	আলোকচিত্র	অবস্থান	জিও কো- অর্ডিনেট	প্রজ্ঞাপন/গেজেট	সংক্ষিপ্ত বর্ণনা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১.	**ষাট গম্বুজ (মসজিদ)**		বাগেরহাট সদর সুন্দরঘোনা	২২°৪০'২৮.১" উ. ৮৯°৪৪'৩০.৬" পূ.	দি ক্যালকাটা গেজেট (অংশ-১) নম্বর: ৩১১৯ তারিখ: ২৩.০৬.১৯১৩	বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ আয়তাকার প্রাচীন মসজিদ। কথিত মতে ১৪৫৯ খ্রি. খানজাহান (র.) কর্তৃক এটি নির্মিত হয়। খানজাহান আলী স্থাপত্য শৈলীতে নির্মিত এ মসজিদটির প্রকৃত গম্বুজ সংখ্যা ৮১টি। এর মধ্যে ৭টি চার চালা গম্বুজসহ পোড়ামাটির অনন্য কারুকার্য শোভিত রয়েছে। ১৯৮৫ সালে ঐতিহাসিক মসজিদের শহর বাগেরহাট শিরোনামে এই মসজিদসহ অন্যান্য স্থাপনাকে বিশ্ব সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়।
২.	**নয় গম্বুজ মসজিদ**		বাগেরহাট সদর ঠাকুরদিঘি	২২°৩৯'৩০.৮" উ. ৮৯°৪৫'১৯.৬" পূ.	শিক্ষা মন্ত্রনালয়ের প্রজ্ঞাপন নম্বর: এস.আর.ও ৯৪৯(কে)/৬৬ (আর) ২৬ সেপ্টেম্বর, ১৯৯৬	নয় গম্বুজ মসজিদ বাগেরহাট জেলার সদর উপজেলায় খানজাহান (র.) সমাধি সৌধ থেকে আনুমানিক ৩০০ মিটার পশ্চিমে ঐতিহাসিক ঠাকুর দিঘির পশ্চিম পাড়ে অবস্থিত। খ্রিষ্টীয় ১৫ শতকে খানজাহানী স্থাপত্য শৈলীতে আয়তাকার ভূমি পরিকল্পনায় নির্মিত হয়। নয় গম্বুজ বিশিষ্ট এ মসজিদের অভ্যন্তরে দু'সারি পাথরের থাম মোট নয়টি চৌকো খন্ডে বিভক্ত। ১৯৮৫ সালে ঐতিহাসিক মসজিদের শহর বাগেরহাট শিরোনামে এই মসজিদসহ অন্যান্য স্থাপনাকে বিশ্ব সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়।
৩.	**রণবিজয়পুর (মসজিদ)**	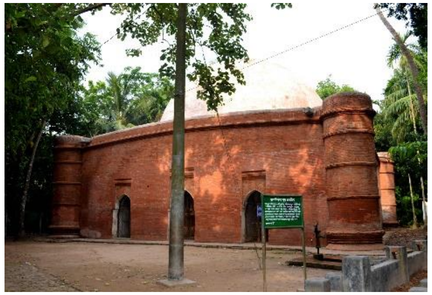	বাগেরহাট সদর রণবিজয়পুর	২২°৪০'০৫.১" উ. ৮৯°৪৫'২৯.০" পূ.	শিক্ষা মন্ত্রনালয়ের প্রজ্ঞাপন নম্বর: এফ.৪-৭৮/৫৯. ইভিআই ০৩ ডিসেম্বর, ১৯৫৯	বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ এক গম্বুজবিশিষ্ট মসজিদ। খ্রিষ্টীয় ১৫ শতকে খানজাহানী স্থাপত্য শৈলীতে বর্গাকার ভূমি পরিকল্পনায় নির্মিত হয়। এ মসজিদটির পূর্ব দেয়ালে তিনটি প্রবেশপথ ও পশ্চিম দেয়ালে তিনটি মিহরাব ছাড়াও উত্তর ও দক্ষিণ দেয়ালে একটি করে প্রবেশপথ রয়েছে। ১৯৮৫ সালে ঐতিহাসিক মসজিদের শহর বাগেরহাট শিরোনামে এই মসজিদসহ অন্যান্য স্থাপনাকে বিশ্ব সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়।

ক্রম	প্রত্নস্থল/পুরাকীর্তির নাম	আলোকচিত্র	অবস্থান	জিও কো- অর্ডিনেট	প্রজ্ঞাপন/গেজেট	সংক্ষিপ্ত বর্ণনা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৪.	**জিন্দাপীরের মাজার ও মসজিদ**		বাগেরহাট সদর রণবিজয়পুর	২২°৩৯'৪২.৫" উ. ৮৯°৪৫'১৪.৭" পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ৩১ মার্চ, ২০১১ (১ম খন্ড, পৃষ্ঠা-১৫৭)	জিন্দাপীর মাজার ও তৎসংলগ্ন মসজিদটি বাগেরহাট জেলার খানজাহান (র.) সমাধি সৌধ থেকে ৩৫০মি. পশ্চিমে অবস্থিত। এটি বর্গাকার ভূমি পরিকল্পনায় একগম্বুজ বিশিষ্ট মসজিদ। মসজিদটির পূর্ব দেয়ালে ০৩টি, উত্তর ও দক্ষিণ দেয়ালে ০১টি করে খিলান দরজা এবং পশ্চিমে ০৩টি মিহরাব রয়েছে। ১৯৮৫ সালে ঐতিহাসিক মসজিদের শহর বাগেরহাট শিরোনামে এই মসজিদসহ অন্যান্য স্থাপনাকে বিশ্ব সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়।
৫.	**সিংগার মসজিদ** (সিংগাইর মসজিদ)		বাগেরহাট সদর সুন্দরঘোনা	২২°৪০'২২.১" উ. ৮৯°৪৪'৩৩.০" পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ২ অক্টোবর, ১৯৭৫	বাগেরহাট জেলার সদর উপজেলায় ষাটগম্বুজ মসজিদ থেকে ২০০ মিটার দক্ষিণ-পূর্ব কোণে সিংগার (সিংগাইর) মসজিদটি অবস্থিত। খ্রিষ্টীয় ১৫ শতকে বর্গাকার ভূমি পরিকল্পনায় নির্মিত হয়। এ এক গম্বুজবিশিষ্ট মসজিদটির চার কোণের চারটি গোলাকার বুরুজ/মিনার মসজিদের কার্ণিস পর্যন্ত উঠানো। ১৯৮৫ সালে ঐতিহাসিক মসজিদের শহর বাগেরহাট শিরোনামে এই মসজিদসহ অন্যান্য স্থাপনাকে বিশ্ব সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়।
৬.	**বিবি বেগনী মসজিদ**	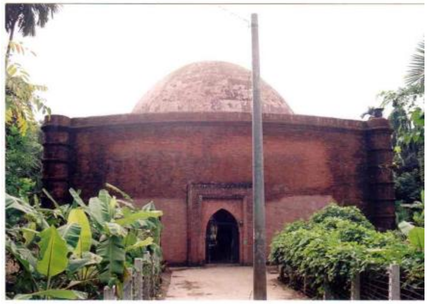	বাগেরহাট সদর মগরা	২২°৪০'৩৫.২" উ. ৮৯°৪৪'০৫.৮" পূ.	শিক্ষা মন্ত্রনালয়ের প্রজ্ঞাপন নম্বর: এফ.৪-৭৮/৫৯. ইভিআই ০৩ ডিসেম্বর, ১৯৫৯	খ্রিষ্টীয় ১৫ শতকে নির্মিত মসজিদটি এক গম্বুজবিশিষ্ট বর্গাকার স্থাপত্য। স্থাপত্যিক শৈলীর বিচারে এ মসজিদটি সিংগাইর মসজিদের সদৃশ। তবে এর পশ্চিম দেয়ালে মিহরাবের সংখ্যা ০৩টি। ১৯৮৫ সালে ঐতিহাসিক মসজিদের শহর বাগেরহাট শিরোনামে এই মসজিদসহ অন্যান্য স্থাপনাকে বিশ্ব সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়।

ক্রম	প্রত্নস্থল/পুরাকীর্তির নাম	আলোকচিত্র	অবস্থান	জিও কো- অর্ডিনেট	প্রজ্ঞাপন/গেজেট	সংক্ষিপ্ত বর্ণনা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৭.	**চুনাখোলা মসজিদ**		বাগেরহাট সদর মগরা	২২°৪০'৪২.৮" উ. ৮৯°৪৩'৫৫.৭" পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ২ অক্টোবর, ১৯৭৫	এক গম্বুজ বিশিষ্ট মসজিদটি খ্রিস্টীয় ১৫ শতকে নির্মিত। যাহা বর্গাকার ভূমি পরিকল্পনায় মসজিদটি নির্মিত অন্যান্য সাধারণ বৈশিষ্ট্য বিবি বেগনী মসজিদের সদৃশ। এছাড়াও একই ধরনের শৈলীতে তৈরি নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁও এর গোয়ালদি মসজিদ (১৫১৯ খ্রি. নির্মিত)। ১৯৮৫ সালে ঐতিহাসিক মসজিদের শহর বাগেরহাট শিরোনামে এই মসজিদসহ অন্যান্য স্থাপনাকে বিশ্ব সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়।
৮.	**রেজা খোদা মসজিদ**		বাগেরহাট সদর সুন্দরঘোনা	২২°৩৯'৪৪.২" উ. ৮৯°৪৫'১২.০" পূ.	শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সংস্কৃতি ও ক্রীড়া বিভাগের প্রজ্ঞাপন নম্বর: এলবি/১এ-৭৩/৭৭/১৩২০ ১৯ ডিসেম্বর, ১৯৯৭	রেজা খোদা মসজিদ বাগেরহাট জেলার সদর উপজেলায় খানজাহান (র.) সমাধি সৌধ থেকে আনুমানিক ৩৫০ মিটার পশ্চিমে অবস্থিত। ঐতিহাসিক মসজিদের শহর বাগেরহাটের একমাত্র ছয় গম্বুজবিশিষ্ট মসজিদ। খ্রিষ্টীয় ১৫ শতকে আয়তাকার ভূমি পরিকল্পনায় নির্মিত হয়। বর্তমানে ধ্বংসাবশেষ অবস্থায় মিহরাবসহ পশ্চিম দেয়ালের অংশবিশেষ বিদ্যমান। পশ্চিম দেয়ালটিতে পোড়ামাটির ঝুলন্ত শিকল ও লতা-পাতার নক্‌শা দ্বারা সজ্জিত। ১৯৮৫ সালে ঐতিহাসিক মসজিদের শহর বাগেরহাট শিরোনামে এই মসজিদসহ অন্যান্য স্থাপনাকে বিশ্ব সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়।
৯.	**উলুখ খান জাহান (র.) এর বসতবাড়ি**	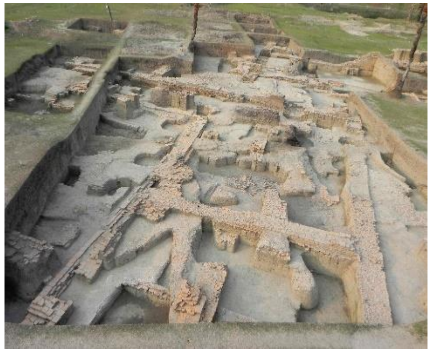	বাগেরহাট সদর সুন্দরঘোনা	২২°৪০'৪১.৮" উ. ৮৯°৪৪'৩৪.৮" পূ.	এল.এ.কেস নং-৭/৯৭-৯৮ মূলে ৯.১১৫ একর ভূমি অধিগ্রহনকৃত।	উলুখ খান জাহান (র.) এর বসতবাড়ি বাগেরহাট জেলার সদর উপজেলায় ষাটগম্বুজ মসজিদ থেকে আনুমানিক ২৫০ মিটার উত্তর দিকে অবস্থিত। প্রায় ১০ একর এলাকা জুড়ে বিস্তৃত প্রত্নটিবিটি ২০০১ সালে পরীক্ষামূলকভাবে এবং ২০০৮ সাল থেকে ধারাবাহিকভাবে প্রত্নতাত্ত্বিক খনন কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। খননে উন্মোচিত বিভিন্ন প্রত্নবস্তু ও স্থাপত্যিক নিদর্শনের ধ্বংসাবশেষসমূহকে মধ্যযুগীয় বিস্মৃত শহর খলিফাতাবাদের অংশবিশেষ বলে প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষকগণ মনে করেন।

ক্রম	প্রত্নস্থল/পুরাকীর্তির নাম	আলোকচিত্র	অবস্থান	জিও কো- অর্ডিনেট	প্রজ্ঞাপন/গেজেট	সংক্ষিপ্ত বর্ণনা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১০.	**উলুখ খানজাহান (র) কর্তৃক নির্মিত প্রাচীন রাস্তা**		বাগেরহাট সদর সুন্দরঘোনা, সুন্দরঘোনা বাজেয়াপ্তি ও মগরা	২২°৪০'৩৫.৯" উ. ৮৯°৪৪'৪৫.১" পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ৩১ মার্চ, ২০১১ (১ম খন্ড, পৃষ্ঠা-১৫৭)	খানজাহানের নির্মিত প্রাচীন রাস্তা বাগেরহাট জেলার সদর উপজেলায় ষাটগম্বুজ মসজিদ থেকে আনুমানিক ৩০০ মিটার উত্তর দিকে অবস্থিত। বাংলাদেশের একমাত্র প্রাচীন সড়ক নিদর্শন হিসেবে প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের সংরক্ষিত পুরাকীর্তির তালিকাভূক্ত খানজাহান (র:) প্রাচীন রাস্তাটি প্রায় ০৭ মিটার প্রশস্ত। বাগেরহাট সদর উপজেলার তিনটি মৌজায় অবস্থিত এ প্রাচীন রাস্তাটির প্রায় ০১ কি.মি. পর্যন্ত টিকে আছে। সম্প্রতি দক্ষিণ এশিয়া পর্যটন অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে রাস্তাটির সংস্কার কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়।
১১.	**পীর খান জাহান আলীর মাজার সংলগ্ন এক গম্বুজ জামে মসজিদ**		বাগেরহাট সদর ঠাকুরদীঘি	২২°৩৯'৩৯.৫" উ. ৮৯°৪৫'৩০.০" পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ০৮ ফেব্রুয়ারি, ১৯৯০ (১ম খন্ড, পৃষ্ঠা-৫৬)	পীর খান জাহান (র.) মাজার সংলগ্ন এক গম্বুজ জামে মসজিদ বাগেরহাট জেলার সদর উপজেলায় পীর আলী তাহেরের কবর সংলগ্ন পশ্চিম দিকে অবস্থিত। খ্রিষ্টীয় ১৫ শতকে বর্গাকার ভূমি পরিকল্পনায় এ মসজিদটি খানজাহানী স্থাপত্যশৈলীতে নির্মিত হয়। মসজিদটির পূর্ব দেয়ালে পাশাপাশি ০৩টি এবং উত্তর ও দক্ষিণ দেয়ালে প্রতিটিতে ০১টি করে প্রবেশপথ রয়েছে। ১৯৮৫ সালে ঐতিহাসিক মসজিদের শহর বাগেরহাট শিরোনামে এই মসজিদসহ অন্যান্য স্থাপনাকে বিশ্ব সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়।
১২.	**পীর খান জাহানের মাজার**		বাগেরহাট সদর ঠাকুরদিঘি	২২°৩৯'৩৯.৫" উ. ৮৯°৪৫'৩১.০" পূ.	নম্বর :৩১১৯ তারিখ : ২৩.০৬.১৯১৩	পীর খান জাহান (র.) মাজার বাগেরহাট জেলার সদর উপজেলায় ঠাকুর দিঘির উত্তর পাড়ে এবং পীর আলী তাহেরের সমাধী সংলগ্ন পূর্ব দিকে অবস্থিত। বর্গাকার ভূমি পরিকল্পনায় নির্মিত এক গম্বুজ বিশিষ্ট এ সমাধি সৌধ-এর মাঝামাঝি তিনটি ধাপে নির্মিত হয়েছে। সমাধি ভবনের পূর্ব ও পশ্চিম দেয়ালে ০২টি প্রবেশপথ ও উত্তরে ০১টি কুলুঙ্গি রয়েছে। প্রধান প্রবেশ পথটি দক্ষিণ দিকে নির্মিত। সমাধির অভ্যন্তরে পাথরের উপর কিছু ক্যালিওগ্রাফি উৎকীর্ণ রয়েছে। ১৯৮৫ সালে ঐতিহাসিক মসজিদের শহর বাগেরহাট শিরোনামে এই মসজিদসহ অন্যান্য স্থাপনাকে বিশ্ব সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়।

ক্রম	প্রত্নস্থল/পুরাকীর্তির নাম	আলোকচিত্র	অবস্থান	জিও কো- অর্ডিনেট	প্রজ্ঞাপন/গেজেট	সংক্ষিপ্ত বর্ণনা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১৩.	**পীর আলীর মাজার**		বাগেরহাট সদর ঠাকুরদিঘি	২২°৩৯'৩৯.৪" উ. ৮৯°৪৫'৩০.৬" পূ.	কলিকাতা গেজেট (অংশ-১), ২৪ সেপ্টেম্বর ১৯১৩	পীর আলীর সমাধি বাগেরহাট জেলার সদর উপজেলায় ঠাকুর দিঘির উত্তর পাড়ে এবং পীর খান জাহান (র.) সমাধি সংলগ্ন পশ্চিম দিকে অবস্থিত। খানজাহান (র.) ঘনিষ্ট সহচর পীর আলী মোহাম্মদ তাহেরের প্রস্তর নির্মিত সমাধিতে তিন ধাপবিশিষ্ট পার্সিয়ান ক্রিপ্টের আদলে নির্মিত কবরাবরণে আরবী ও ফার্সি ভাষায় কালেমা উৎকীর্ণ রয়েছে।
১৪.	**সাবেক প্রার্থনা কক্ষ (পুরাতন জামে মসজিদ)**	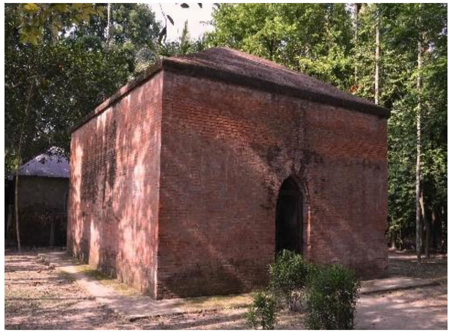	বাগেরহাট সদর সাবেক ডাংগা	২২°৪১'০৪.৭" উ. ৮৯°৪৫'৫১.২" পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ৮ ফেব্রুয়ারি, ১৯৯০ (১ম খন্ড, পৃষ্ঠা-৫৬)	সাবেক ডাংগা প্রার্থনা কক্ষ বাগেরহাট জেলার সদর উপজেলায় সাবেক ডাংগা গ্রামে অবস্থিত। এ স্থাপনাটি আনুমানিক খ্রিষ্টীয় ১৫ শতকে আয়তাকার ভূমি পরিকল্পনায় নির্মিত। চারচালা ছাদ দিয়ে আচ্ছাদিত দক্ষিণমুখী প্রার্থনা কক্ষটির অভ্যন্তরীণ চার দেয়ালে পোড়ামাটির ফলকে ফুল-লতা-পাতার অপুর্ব কারুকাজ রয়েছে। স্থাপত্যিক বৈশিষ্ট্য ও নির্মাণকাল নিয়ে প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষকদের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে। ১৯৮৫ সালে ঐতিহাসিক মসজিদের শহর বাগেরহাট শিরোনামে এই মসজিদসহ অন্যান্য স্থাপনাকে বিশ্ব সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়।
১৫.	**দশ গম্বুজ মসজিদ**		বাগেরহাট সদর সোনাডাংগা	২২°৩৯'৫৩.৫" উ. ৮৯°৪৬'০৫.৭" পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ৩১ মার্চ, ২০১১	দশ গম্বুজ মসজিদটি বাগেরহাট জেলার সদর উপজেলাধীন খানজাহান (র:) সমাধি সৌধ থেকে ১.৫ কি.মি. উত্তর-পূর্বদিকে নোনাডাঙ্গায় অবস্থিত। দশগম্বুজ মসজিদটি আয়তাকার ভূমি পরিকল্পনায় নির্মিত হয়। মসজিদের নির্মাণের সঠিক সময় নিয়ে মতানৈক্য রয়েছে। অনেকেরই ধারণা এ মসজিদটি হোসেন শাহী আমলে নির্মিত হয়।

ক্রম	প্রত্নস্থল/পুরাকীর্তির নাম	আলোকচিত্র	অবস্থান	জিও কো- অর্ডিনেট	প্রজ্ঞাপন/গেজেট	সংক্ষিপ্ত বর্ণনা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১৬.	**আদিনা প্রত্ন ঢিবি**		বাগেরহাট সদর সোনাডাংগা	২৩.১৪৩৬৭ অক্ষাংশ ৮৯.২৩৪৬২ দ্রাঘিমাংশ	বাংলাদেশ গেজেট ৩১ মার্চ, ২০১১	বাগেরহাট জেলার সদর উপজেলাস্থ সোনাডাঙ্গা গ্রামে অবস্থিত প্রত্নঢিবিটি মধ্যযুগের দ্বিতীয় বৃহত্তম প্রত্নঢিবি হিসেবে পরিচিত। পার্শ্ববর্তী সমতল ভূমি থেকে ঢিবির শীর্ষদেশের উচ্চতা প্রায় ২.৫ - ৩ মিটার। ঢিবির চারপাশে বিক্ষিপ্তভাবে পাথরের পিলার ও বেইজ ক্যাপিটাল ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। প্রত্নঢিবির নীচে ৩৫ গম্বুজ বিশিষ্ট খানজাহানী স্থাপত্যশৈলীতে নির্মিত কোন প্রাচীন মসজিদের ধ্বংসাবশেষ লুকিয়ে আছে বলে অনেকেরই ধারণা করেন।
১৭.	**অযোধ্যা মঠ** (কোদলা মঠ)		বাগেরহাট সদর কোদলা	২২°৪৪'৩১.৩" উ. ৮৯°৪৬'২০.৭" পূ.	কলকাতা গেজেট ২৭ জুন, ২০২৩	রেখা টাইপ এবং শিখরা স্টাইলে নির্মিত অপরূপ পোড়ামাটির ফলক শোভিত ও কারুকাজ সমৃদ্ধ এ অনিন্দ্য সুন্দর মঠটি ষাটগম্বুজ মসজিদ থেকে ৮ কি.মি. দূরে বাগেরহাট জেলার অযোধ্যা গ্রামে অবস্থিত। স্থানীয়ভাবে এ মঠটি কোদলা মঠ নামে পরিচিত। বর্গাকার ভূমি পরিকল্পনায় নির্মিত এ মঠটির উচ্চতা ১৮.২৯ মি.। মঠটির সুউচ্চ শিখর ও দেয়াল গাত্রে অসংখ্য পোড়ামাটির লতা-পাতা-ফুলের অলংকরণে সজ্জিত। জনশ্রুতি রয়েছে ,রাজা প্রতাপাদিত্যের সভাসদ গৃহের পন্ডিত অবিলম্ব স্বরস্বতীর স্মৃতির উদ্দেশ্যে মঠটি খ্রিস্টীয় ১৬ শতকের প্রথমদিকে নির্মিত হয়।
১৮.	**রবার্ট মোরেল এর কুঠিবাড়ি**		মোরেলগঞ্জ	২২°২৬'৫১.৮৬" উ. ৮৯°৫১'৪৩.৯৬" পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ২৫ জুলাই ২০২৪ (১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৪৮২)	রবার্ট মোরেল এর কুঠিবাড়ি বাগেরহাট জেলার মোরেলগঞ্জ উপজেলার পানগুছি নদীর দক্ষিণ তীরে অবস্থিত। কুঠিবাড়িটি ঔপনিবেশিক স্থাপত্যশৈলীতে আয়তাকার ভূমি পরিকল্পনায় চুন-সুরকির গাঁথুনি ও ইট দ্বারা নির্মিত একতলা ইমারত। ইমারতটিতে ছোট বড় মিলিয়ে মোট ০৮টি কক্ষ রয়েছে। পূর্বমুখি ইমারতটির চলাচলের জন্য সামনে ও পিছনে সিঁড়ি রয়েছে। ইমারতের ছাদ নির্মাণে ব্যবহার করা হয়েছে লোহার বীম, টালি ও কাঠের কড়িবর্গা। ভবনটির বিশেষ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে সম্মুখে দেয়ালে ১০টি ডোরিক কলাম এর ব্যবহার।

ক্রম	প্রত্নস্থল/পুরাকীর্তির নাম	আলোকচিত্র	অবস্থান	জিও কো- অর্ডিনেট	প্রজ্ঞাপন/গেজেট	সংক্ষিপ্ত বর্ণনা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১৯.	**ছিলিয়াখানা (ছিল্লাখানা)/ অস্ত্রাগার প্রত্নঢিবি**		বাগেরহাট সদর বাগেরহাট	২২.৩৯৪০° উ. ৮৯.৪৫৩৯° পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ৩০ জানুয়ারি ২০২৫ (১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা- ৮৫)	ঐতিহাসিক তথ্য সূত্রে জানা যায় যে, খ্রিষ্টীয় পনের শতকে 'হাবেলী কসবা' নামে পরিচিত তৎকালীন খলিফাতাবাদ পূর্ব-পশ্চিম ৬.৫ কিলোমিটার এবং উত্তর-দক্ষিণে ৩.৫ কিলোমিটার নগর রাষ্ট্রটি প্রতিষ্ঠা করেন হযরত খান-উল-আজম উলুঘ খান-ই-জাহান। খানজাহান (রহঃ) কর্তৃক নির্মিত ঐতিহাসিক ষাটগম্বুজ মসজিদটি ছিল তাঁর দরবার হল। তাঁর প্রতিষ্ঠিত শহরের নিরাপত্তা ও বহি শত্রুর আক্রমণ থেকে রক্ষার নিমিত্ত শহরের সাথে সংযুক্ত নদীপথের বিভিন্ন স্থানে ছিল কোতোয়ালী চৌতারা, খানজাহান (রহঃ) প্রাচীন রাস্তায় পাহারার চৌকি, সায়েড়া গ্রামের ছিল্লাখানা (অস্ত্রাগার), রণবিজয়পুর গ্রামে ছিল্লাখানা (অস্ত্রাগার) বা ছিল্লাখানের কবর প্রভৃতি। ছিল্লাখানা অর্থ অস্ত্রাগার। এটি খানজাহানের মাজার সংলগ্ন অস্ত্রাগার। এই অস্ত্রাগারের ধ্বংসাবশেষ এখনও দৃশ্যমান রয়েছে। খ্রিষ্টীয় পনের শতকে এই অস্ত্রাগারটি সায়েড়া গ্রামের বর্তমানে একটি প্রকান্ড তেঁতুল গাছের নিচে ঢিবি আকারে রয়েছে। ছিলিয়াখানা (ছিল্লাখানা)/অস্ত্রাগারে অবস্থিত চৌদ্দ হাত সমাধিটির উপর খানজাহান (রহঃ) মাজারের অনুরূপ একটি এক গম্বুজ বিশিষ্ট মনুমেন্ট ছিল। ছিল্লাখানা/অস্ত্রাগারের সমাধির আয়তন পূর্ব ও পশ্চিমে ৮২ ফুট এবং উত্তর ও দক্ষিণে ৬০ ফুট।